সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

14th July 2016

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

ইমামে আহলে সুন্নাতের
ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

(BANGLA)

ইমামে আহলে সুন্নাতের ইলমে দ্বীনের প্রতি প্রবল আগ্রহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ্ তাআলা** ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন, তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে- কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, নং- ২১৭৪)

কিউ কহো বেকছ হোঁ মে, কিউ কহো বেবছ হোঁ মে,
তুম হো মে তুম পে ফিদা তুম পে করোড়ো দুরূদ।

(হাদায়িকে বখশিশ, ২৭০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো।

www.dawateislami.net

❈ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❈ تُوبُوْا اِلَى الله, اُذْكُرُ الله, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❈ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❈ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❈ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❈ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❈ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❈ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❈ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শাওয়াল মাস তার বরকত ছড়াচ্ছে। এটা ঐ বরকতময় মাস যে মাসে আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শুভজন্ম হয়। এরই প্রসঙ্গে আজ আমরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উত্তম আলোচনা করে তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার ঘটনা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। যেমনিভাবে-

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পরিচিতিঃ

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর শুভজন্ম বেরেলী শরীফের যাচুলী গ্রামে শাওয়াল মাসের ১০ তারিখ শনিবার ১২৭২ হিজরীতে যোহরের সময় ১৪ই জুন ১৮৫৬ সালে হয়। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৫৮) আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বংশীয় ভাবে পাঠান, মাযহাবের দিকে দিয়ে হানাফী, তরীকত অনুসারে কাদেরী, জন্মের স্থান অনুসারে বেরেলী ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর পিতার নাম মাওলানা নক্বী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং দাদার নাম মাওলানা রযা আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। (ফাযিলে বেরেলী ওলামায়ে হিজায কি নজর মে, ৬৭ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জন্মগত নাম "মুহাম্মদ" আম্মাজান তাঁকে "আম্মান মিয়া" বলে ডাকতেন। পিতা মহোদয় ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন "আহমদ মিয়া" এবং দাদা "আহমদ রযা" নাম রাখেন। তাঁর ঐতিহাসিক নাম "আল মুখতার"। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই তাঁর নামের শুরুতে "আব্দুল মুস্তফা" লিখতেন। (তজল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ২১ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা কা ওয়ো লাডলা পিয়ারা, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।
গাওছে আযম কি আঁখ কা তারা, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এখন আর কিতাব নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই!

খলিফায়ে আ'লা হযরত, মালিকুল ওলামা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী জফরুদ্দিন বিহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পিলিবেতের (ভারতের এলাকা) মধ্যে হযরত ওয়াছী আহমদ (মুহাদ্দীস) ছুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ঘরে মেহমান ছিলেন। একদিন কথাবার্তা বলার সময় ফিকাহের একটি কিতাবের আলোচনা হয়। ঐ কিতাবটি মুহাদ্দীস ছুরতীর লাইব্রেরীর মধ্যে ছিলো। কিতাবের নাম শুনা মাত্রই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এই কিতাবটি দেখিনি, বেরেলী ফিরে যাওয়ার সময় ঐ কিতাবটি আমাকে দিবেন। হযরত মুহাদ্দীস ছুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তা খুশীমনে গ্রহণ করেন এবং কিতাব নিয়ে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে পেশ করলেন এবং সাথে এটাও বললেন; যখন পড়া হয়ে যাবে তখন পাঠিয়ে দিবেন। এজন্য যে আপনার তো এখানে অনেক কিতাব রয়েছে, আমার কাছে এধরণের সামান্য কয়েকটা কিতাব রয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে আমি ফতোয়া দিয়ে থাকি। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তা গ্রহণ করলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ দিনই বেরেলী রাওয়ানা দিতেন কিন্তু একজন প্রাণ উৎসর্গকারী মুরীদের দাওয়াতের কারণে আরো একদিন থাকতে হলো। রাতে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ কিতাবটি অধ্যয়ন করলেন। যখন দ্বিতীয়দিন বেরেলী ফিরে যাওয়ার সময় হলো তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মুহাদ্দীস ছুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এই কিতাবটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন: ইচ্ছা ছিলো বেরেলী নিয়ে যাবো, আর যদি কালই চলে যেতাম তবে এই কিতাবটি নিয়ে যেতাম। কিন্তু যখন কাল যাওয়া হলো না, তখন রাত ও সকালের সময়ে সম্পূর্ণ কিতাব দেখে নিয়েছি। এখন আর নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত মুহাদ্দীস ছুরাতী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: ব্যস! একবার দেখে নেওয়াটা যথেষ্ট হয়ে গেলো? আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় আশা করছি যে, দুই তিন মাস পর্যন্ত যেখানে ইবারতের প্রয়োজন হবে, ফতোয়ার মধ্যে লিখে দিবো। আর মূল বিষয়বস্তু اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা জীবনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেলো। **(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/২১৩ থেকে সংগৃহিত)** আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

www.dawateislami.net

ইলম ও ইরফা কা জো কে সাগর থা, খাইর ছে হাফেজা কভী থর থা,
হক পে মাবনী থা জিছ কা হার ফতোয়া, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর অন্তরে ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ কি পরিমাণ ভরপুর ছিলো। ঐ কিতাবটি যেটা স্বাভাবিত ভাবে বুঝে পড়ার জন্য এক দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু উৎসর্গ হয়ে যান, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর ইলমে দ্বীনের প্রবল আগ্রহের উপর যে, এক রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত না শুধু পড়েছেন বরং অন্তরের মধ্যে এমনিভাবে গেঁথে নিয়েছেন যে, নিজেই বলেন: **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় আশা করছি যে, দুই তিন মাস পর্যন্ত এই কিতাব থেকে যেখানে ইবারতের প্রয়োজন হবে, আমার ফতোয়ার মধ্যে লিখে দিব। আর সম্পূর্ণ বিষয়বস্তু তো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সারা জীবনের জন্য সংরক্ষিত হয়ে গেলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর এই কথাই এই বাস্তবতাটা প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه সময়ের গুরুত্ব এবং ইলমে দ্বীনের মর্যাদা সম্পর্কে খুব জ্ঞাত ও যত্নশীল ছিলেন।

ইলমে দ্বীন অর্জনের আশ্চার্য্যজনক উৎসাহ

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাঁর সম্পূর্ণ জীবন ইলমে দ্বীন অর্জন এবং ইলমে দ্বীন প্রচারের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর কোন মূহুর্ত অনর্থক অতিবাহিত হতো না। জ্ঞান অর্জনের এই মোবারক সফর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শৈশব থেকেই শুরু হয়। এর কারণ এটাই ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর সম্পর্ক বিশুদ্ধ মাযহাব এবং জ্ঞানী পরিবারের সাথে ছিলো। তাঁর সম্মানীত পিতা ও দাদাজানও আমলদার আলীম ছিলেন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ছোটবেলার ইলমে দ্বীনের আগ্রহের প্রতি এমন অবস্থা ছিলো যে, কাউকে না বলেই নিজেই পড়তে চলে যেতেন।

www.dawateislami.net

জুমার দিনও পড়তে চাইতেন কিন্তু সম্মানীত পিতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিষেধ করার কারণে যেতেন না এবং নিজেই এটা বুঝে নিলেন যে, সপ্তাহে জুমার দিন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে না পড়া উচিত, বাকী ছয় দিন পড়তে হবে। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৬৯) এজন্য আমাদেরও উচিত, আমাদের ভিতর ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করা এবং খুব পরিশ্রম করা এবং অনর্থক অলসতা করে ইলমে দ্বীনের বরকত থেকে কখনো বঞ্চিত না থাকা। আসুন! ইলমে দ্বীনের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শুনি:

(১) "مَنْ خَرَجَ فِیْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ حَتّٰی یَرْجِعَ অর্থাৎ- যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য ঘর থেকে বের হলো, যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত (সে) **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় রয়েছে (বলে গন্য হবে)।"

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, বাব ফদলু তালাবাল ইলম, ৪/২৯৪, হাদীস- ২৬৫৬)

(২) "যে ব্যক্তি সকালে মসজিদে নেকী শিখতে বা শিখানোর জন্য গেলো তার জন্য পরিপূর্ণ হজ্ব করার মতো প্রতিদান লিখা হয়।"

(আত-তারগীব ওয়াত-তারহিব, কিতাবুল ইলম, আত-তারগীব ফিররিহলা ফি তলাবিল ইলম, ১/৭৫, হাদীস- ১৪৬)

(৩) "যার এই অবস্থায় মৃত্যু এসে গেলো যে, সে এজন্য ইলম অর্জন করছে যে, যাতে ইসলামকে জীবিত করবে তবে তার এবং আম্বীয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মধ্যখানে জান্নাতে একটি মর্যাদার পার্থক্য থাকবে।"

(দারমী, বাব ফি ফদলিল ইলমে ওয়াল আলীম, ১/১১২, হাদীস- ৩৫৪)

ইলম ইরফা কা জু কে ছাগর থা, খাইর ছে হাফিজা কভীতর থা,
হক পে মাবনী থা জিছকা হার ফতোয়া, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনার শুনলেন তো! ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য ঘর থেকে যারা বের হয় তাঁদের উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কেমন দয়া হয় যে, এই সৌভাগ্যবানরা যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে আসবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় বলে গন্য করা হয়।

www.dawateislami.net

তাঁদের আমলনামার মধ্যে হজ্বকারীদের মতো সাওয়াব লিখা হয় এবং যদি ইলম অর্জনকারীর এই অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যায় তবে তাঁকে জান্নাতের মধ্যে সুউচ্চ ও উত্তম মর্যাদা দ্বারা ধন্য করা হয়। এজন্য আমাদেরও ইলমে দ্বীনের এই ফযীলত পাওয়ার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা উচিত। ইলম অর্জনের জন্য শুধুমাত্র আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, নিগরানে শূরা এবং অন্যান্য মুবাল্লীগদের বয়ান সমূহ, উস্তাদ সাহেব থেকে শুনা কথা বা কোন কিতাবের নির্ধারিত জায়গা থেকে নির্দিষ্ট মাদানী ফুল বের করার উপর যথেষ্ট না হয়ে বরং নিজের পরিশ্রম ও উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব ও রিসালা সমূহ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বারবার অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে জ্ঞানের অসংখ্য ধনভান্ডার অর্জত হবে এবং ইলম অর্জনের আগ্রহ বেড়ে যাবে।

সবক মুখস্থ করা ও শুনানোর চমৎকার ধরণ

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه উস্তাদ সাহেবের কাছ থেকে কখনো (১/৪) এক চতুর্থাংশের চেয়ে বেশি কিতাব পড়েননি। কিন্তু তাঁর অধ্যয়নের আগ্রহ ও স্মরণশক্তির এই অবস্থা ছিলো যে, এক চতুর্থাংশ (১/৪) কিতাব উস্তাদ থেকে পড়ার পর বাকী সম্পূর্ণ কিতাব নিজেই পড়ে নিতেন এবং মুখস্থ করে তা শুনিয়ে দিতেন। (হায়াতে আ'লা হযরত, ১/৭০) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজেই তাঁর ইলমে দ্বীনের আগ্রহ ও স্মরণশক্তির কথা বর্ণনা করে বলেন: আমার উস্তাদ যার কাছে আমি প্রথমে কিতাব পড়তাম, যখন তিনি আমাকে সবক পড়িয়ে দিতেন আমি এক দুইবার দেখে কিতাব বন্ধ করে দিতাম, যখন সবক শুনতেন তখন প্রতিটি বর্ণ ও শব্দ হুবহু শুনিয়ে দিতাম। প্রতিদিন এই অবস্থা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। একদিন আমাকে বললেন: আহমদ মিয়া! এটা তো বলো তুমি কি মানুষ না জ্বিন? আমার পড়াতে দেরী হয়, কিন্তু তোমার মুখস্থ করতে দেরী হয় না! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বললেন: **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, আমি মানুষ। হ্যাঁ! **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া আমার সাথে রয়েছে।

(ইমাম আহমদ রযার জীবনী, ৫ পৃষ্ঠা। হায়াতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ৬৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে ইলমে দ্বীন অর্জনের কেমন উৎসাহ উদ্দীপনা ছিলো। তাঁর উস্তাদ সাহেব সবক পড়িয়ে অবসর হতেই তিনি এক দুইবার দেখেই সবক মুখস্থ করে নিতেন। উস্তাদ সাহেব তাঁর ইলমী আগ্রহ ও প্রখর স্মরণশক্তি দেখে আশ্চার্য্য হযে যেতেন যে, এতো অল্প সময়ে এই বাচ্চা কিভাবে সবক মুখস্থ করে নেয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের স্মরণশক্তির এই অবস্থা যে, আমাদের তো অত্যন্ত সহজ ও ছোট ছোট কথাও বারবার পড়া ও শুনা সত্ত্বেও স্মরণে থাকেনা। অবশ্য কোন জিনিস মুখস্থ করতে সফলকাম হয়ে গেলেও তা আবার তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। যদি আমরা আমাদের স্মরণশক্তি মজবুত করতে চাই তবে সর্বপ্রথম স্মরণশক্তি দূর্বলকারী উপকরণগুলো দূর করতে হবে। উদাহরন স্বরূপ- শরয়ী অনুমতী ছাড়া নিজের বা অন্যের সতর দেখা, তৈলাক্ত খাবার, টক এবং কফ সৃষ্টিকারী খাবার, আর বিশেষ করে রাত-দিন গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচতে হবে। কেননা, স্মরণশক্তি দূর্বলের একটা বড় কারণ আমাদের গুনাহে ভরা জীবন। এজন্য নিজের স্মরণশক্তিকে মজবুত করতে, **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের স্বাদ পাওয়ার জন্য জীবনকে অমূল্য সম্পদ জেনে গুনাহ থেকে বিরত থাকুন এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করার অভ্যাস আমল বানিয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই দয়া হবে।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যদি তোমরা তাড়াতাড়ি তাওবা করো তবে আশা করা যায় যে, অতিসত্ত্বর গুনাহের উপর বাড়াবাড়ির রোগ তোমাদের অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং গুনাহের বোঝা তোমাদের গাঁড় থেকে নেমে যাবে এবং গুনাহের কারণে অন্তরের মধ্যে যে কঠোরতা সৃষ্টি হয় এর থেকে কখনো যেন ভীতি হীন না হয়। বরং সব সময় নিজের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। কেননা, কতিপয় সালেহীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: নিঃসন্দেহে গুনাহ করার দ্বারা অন্তর কালো হয়ে যায় এবং অন্তর কালো হয়ে যাওয়ার আলামত হলো এটাই যে, গুনাহ করতে ভয় না পাওয়া, ইবাদত করার সুযোগ পাওয়া যায় না। উপদেশের দ্বারা কোন উপকার হয় না। (অর্থাৎ উপদেশ ও বয়ান শুনে অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি হয় না)।

www.dawateislami.net

হে সুপ্রিয় ভাই! কোন গুনাহকে হালকা মনে করো না এবং কবীরা গুনাহের উপর বাড়াবাড়ি করা সত্ত্বেও নিজেকে নিজে তাওবাকারী মনে করো না।

(মিনহাজুল আবেদীন, ৬৯ পৃষ্ঠা। গীবত কি তাবাহকারীয়া, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

মেঁ করকে তাওবা পলট কর গুনাহ করতা হো,
হাকীকি তাওবা কা করদে শরফ আতা ইয়া রাব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! স্মরণশক্তি মজবুত করার কিছু ব্যবস্থাপত্র শুনি:

❋ গুনাহ ছেড়ে দেয়া স্মরণশক্তি বৃদ্ধির সর্বোত্তম সহায়ক (মাধ্যম), ❋ হারাম রোজগার থেকে বাঁচাও স্মরণ শক্তি মজবুত হওয়ার কারণ, ❋ আমরা যে ইলমে দ্বীন শিখি তার উপর আমল করা, ❋ **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে নিজের স্মরণশক্তির জন্য দোয়া করো; **হে আমার মালিক ও মাওলা!** তোমার দূর্বল বান্দা তোমার দরবারে উপস্থিত। **হে আল্লাহ্!** আমি তোমার দ্বীনের ইলম অর্জন করতে চাচ্ছি কিন্তু আমার স্মরণশক্তি আমাকে সঙ্গ দিচ্ছে না। **হে প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান আল্লাহ্!** তুমি তোমার পরিপূর্ণ শক্তি দিয়ে আমার দূর্বল স্মরণশক্তিকে সুদৃঢ় করে দাও এবং আমাকে ভুলে যাওয়ার রোগ থেকে মুক্তি দাও। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ❋ সব সময় অযু সহকারে থাকার চেষ্টা করা, অযু সহকারে থাকার একটা উপকারীতা এটাও যে, আমাদের সুন্নাতের উপর আমলের পাশাপাশি নিজের মধ্যে আত্ম-নির্ভরশীলতার দৌলত এবং আত্মবিশ্বাস হারানো থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ❋ স্মরণশক্তি জাগরিত করার জন্য ঘুমের ভূমিকা রয়েছে, এজন্য শোয়া ও জাগার সময় নির্ধারণ করে নিন এবং ঘুমার সময় শোয়া ছাড়া প্রত্যেক কাজ থেকে বিরত থাকুন। ঘুম নষ্ট করার বিষয়াবলী কখনো ব্যবহার করবেন না। এই কথার প্রতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখুন যে, শোয়ার জায়গায় কোন ধরণের শোরগোল যেন না হয়। না সেখানে বেশি আলোর প্রখরতা বেশি হবে, যাতে ঘুম থেকে যা প্রত্যাশা তা যেন অর্জন হয়,

www.dawateislami.net

❋ স্মরণশক্তির মতো অমূল্য সম্পদের শোকরিয়া আদায় করলে **আল্লাহ্ তাআলা** এর মধ্যে বরকত দান করেন। এভাবে দূর্বল স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং প্রথম থেকেই স্মরণশক্তি ধারীদের স্মরণে আরো প্রখরতা বাড়বে। এছাড়া স্মরণশক্তি বাড়ানোর জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব "হাফেজা কেইছে মজবুত হো" পড়ে নিন। এই কিতাবের মধ্যে বুর্যুগানে দ্বীনের আশ্চর্য্যজনক ঘটনা এবং স্মরণশক্তি বাড়ানোর দেশিয়, ডাক্তারী এবং রূহানী চিকিৎসাও দেওয়া হয়েছে। আপনি এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনার যে কোন শাখা থেকে হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহণ করতে পাবেন। এছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে ডাউনলোড **(download)** করতে এবং প্রিন্ট আউট **(Print Out)** করারও সুবিধা রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর গণিত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বুদ্ধি ও বোঝশক্তি এবং ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার এরূপ অবস্থা ছিলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রায় পঞ্চাশটি বিষয়ের উপর কলম ধরেছেন এবং সামর্থ্য অনুসারে কিতাবও রচনা করেছেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর যথেষ্ট ধারণা ছিলো। ইলমে তাওকীতের মধ্যে এই পরিমাণ পরিপূর্ণ ধারণা ছিলো যে, দিনের সূর্য এবং রাতের তারকা দেখে ঘড়ি মিলিয়ে নিতেন। সময় একেবারেই সঠিক থাকতো এবং কখনো এক মিনিটেরও পার্থক্য হতো না। এমনিভাবে গণিত শাস্ত্রেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। (ইমাম আহমদ রযার জীবনী, ৬ পৃষ্ঠা) তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: গণিত শাস্ত্রে আমার কোন উস্তাদ ছিলো না, আমি আমার সম্মানীত পিতার কাছ থেকে শুধুমাত্র চারটি নিয়ম যোগ, বিয়োগ, গুন, ভাগ সম্পূর্ণভাবে এজন্যই শিখেছি, যেহেতু উত্তরাধিকারের মাসয়ালার মধ্যে এগুলোর প্রয়োজন। সম্মানীত পিতা বললেন: কেন নিজের সময় এর মধ্যে নষ্ট করছো। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ায় তোমাকে এই জ্ঞান আপনা আপনি ভাবে শিখিয়ে দেওয়া হবে।

(ফয়যানে আ'লা হযরত, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

গণিত শাস্ত্রের মধ্যে দক্ষতার এক হৃদয়গ্রাহী ঘটনা এভাবে পাওয়া যায় যে, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর যিয়াউদ্দিন যিনি গণিত শাস্ত্রে বিদেশে ডিগ্রিও পুরস্কার লাভ করেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে গণিত বিষয়ক একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য আসেন। বললেন: বলুন, তিনি বললেন: এটা এমন মাসয়ালা নয় যে, সহজে বলবো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: কিছু তো বলুন। ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঐ সময় এর সন্তোষ জনক উত্তর দিলেন। তিনি আশ্চর্য্য হয়ে বললেন: এই মাসয়ালার জন্য জার্মানী যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি, কিন্তু ঘটনা ক্রমে আমার সহকর্মী প্রফেসর মাওলানা সায়্যিদ সোলাইমান আশরাফ সাহেব আমাকে পরামর্শ দেন এবং আমি এখানে উপস্থিত হই। এমনি মনে হচ্ছে যে, আপনি মাসয়ালাটি কিতাবের মধ্যে দেখছিলেন। ডক্টর সাহেব খুশী হয়ে ফিরে গেলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মতো ব্যক্তিত্বের প্রতি এতো বেশি প্রভাবিত হলেন যে, দাঁড়ি রেখে দেন এবং নামায ও রোযার অনুসারী হয়ে যান। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ৫৫০ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জিছনে দেখা উনহি আকীদত ছে, কলব কি আঁখ ছে মুহাব্বত ছে,
মারহাবা মারহাবা পুকার উঠা, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুননেল তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্মানীত পিতার কাছ থেকে গণিত শাস্ত্রের শুধুমাত্র চারটি নিয়ম শিখেছিলেন। কিন্তু এই চারটি নিয়মের মাধ্যমে এবং নিজের ইলমের প্রতি আগ্রহের ধরুন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গণিত শাস্ত্রের মধ্যে এমনি দক্ষতা অর্জন করেন যে, বড় বড় ডক্টরেট ডিগ্রিসম্পন্ন গণিত শাস্ত্রবিদ তাঁর প্রতি এমনি প্রভাবিত হয়েছেন যে, তাঁর প্রশংসা করতে লাগলো এবং চেহারায় দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নামায রোযার অভ্যস্থ হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

স্মরণ রাখবেন! দক্ষতা ও যোগ্যতা **আল্লাহ্ তাআলা** প্রত্যেককে দান করেছেন, কিন্তু কেউ তার যোগ্যতাটাকে অনর্থক কাজ, খারাপ অভিজ্ঞতা এবং খেল-তামাশায় নষ্ট করে ফেলে। কেউ আবার এক চাকা চালিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে চায়। অনেকে আবার বিভিন্ন কলা কৌশল দেখিয়ে লোকদেরকে প্রভাবিত করতে চায়। অনেকে খুব উচ্চতা থেকে লাফানোর রেকর্ড বানায়। মোটকথা; প্রত্যেকে খ্যাতি অর্জন করার জন্য ঐসব উপকারহীন কাজের মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করতে দেখা যাচ্ছে । এতটুকুতে অনেকে নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্যতার মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ কাজ ছেড়ে দিবে যা তাকে উপাকার দিবে না।" (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২৪) যেখানে আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন সব সময় এই ধরণের অনর্থক কাজ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন, তারা ইলমের প্রচার প্রসারের জন্য নিজের যোগ্যতার সঠিক ব্যবহার করেছেন। কেউ ফকীহ হয়েছেন, তবে কেউ অভিজ্ঞ ডাক্তার। মোটকথা; প্রত্যেক যার যার যোগ্যতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে আজ লাখো মানুষের অন্তরে আধিপত্য করছে। আমাদের উচিত, নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনর্থক কাজে অতিবাহিত না করে বুযুর্গদের পথ অনুসরণ করে জীবন অতিবাহিত করা।

আরবের আলীমদের নির্দেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মতো ব্যক্তিত্ব আমাদের জন্য পথের আলোকবাতি। তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং সেটার প্রচারের উৎসাহে অত্যন্ত কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও মুসলীম উম্মার কাছে ইলমে দ্বীন দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন। যেমনিভাবে বর্ণিত আছে; তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন দ্বিতীয়বার হজ্ব করার জন্য আরব শরীফে গেলেন, যখন জাহাজের মাধ্যমে জেদ্দা পৌঁছলেন, তখন তার জ্বর হয়ে গেলো। তিনদিন জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় জেদ্দায় অবস্থান করেন। হজ্বের সময়ে কিছুটা স্বস্তি পেলেন, কিন্তু হজ্ব থেকে অবসর হওয়ার পর পূনরায় জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যান। (মলফুজাত, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এমনি অবস্থায় মক্কায়ে মোকাররমার সবচেয়ে বড় আলীম, মক্কার সাবেক কাজী, হযরত মাওলানা ছালেহ কামাল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ইলমে গায়েবে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **(হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইলমে গায়েব) প্রসঙ্গে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কিছু প্রশ্ন করেন এবং বললেন: এর জাওয়াব প্রয়োজন। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অসুস্থ ছিলেন, মুসাফির ছিলেন, হজ্বের সফর, হজ্বের পথ খরচ নির্ধারণ করার কারণে, দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য অক্ষমতাও ছিলো এতদ সত্ত্বেও বললেন: কলম দোয়াত নিয়ে আসো। মাওলানা ছালেহ কামাল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং মক্কার অন্যান্য বড় বড় ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বললেন: আমরা এতো তাড়াতাড়ি জাওয়াব চাইনা। জাওয়াব এতটাই অর্থবহ হোক যেন, যাতে অস্বীকার কারীদের দাঁত ভেঙ্গে যায়। যেটার উপর এই সিদ্ধান্ত হলো যে, কাল মঙ্গলবার পরশু বুধবার এই দুই দিনে কিতাব পরিপূর্ণ হয়ে মক্কার আলীমদের হাতে যেন পৌঁছে যায়। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যের উপর ভরসা করে ওয়াদা করে নিলাম। **আল্লাহ্ তাআলার** শান দেখুন! দ্বিতীয় দিন পূনরায় জ্বর চলে এসে গেলো। এই জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় রিসালা লিখেন এবং হামিদ রযা খাঁন আরো সুন্দর ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখতে থাকেন। (মলফুজাত, ১৯০ পৃষ্ঠা) ঐ সময় অন্যান্য ব্যস্ততার পাশাপাশি অনেক বড় বড় আলীমগণ সাক্ষাতের জন্য আসেন। তার সাথে ইলমী আলোচনা হয়, নামাযের বিরতী, ডাক্তারী চাহিদা সম্পৃক্ত অন্যান্য ব্যস্ততা। মোটকথা; অন্যান্য ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও দুই দিনের মধ্যে কিতাবটি পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং বৃহস্পতিবার সকালে কিতাব মাওলানা শায়খ ছালেহ কামাল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে পৌঁছে দিলেন। এর পর পুরো মক্কা শহরে এই কিতাব প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। (মলফুজাত, ১৯২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ আল্লাহ্ তাবাহুরি ইলমী, আব ভি বাকী হে খিদমতে কলমী,
আহলে সুন্নাত কা হে জু সরমায়া, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

কবিতার ব্যাখ্যাঃ

অর্থাৎ- আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞানের প্রশস্থতার প্রাচুর্য্যতা তো দেখুন যে, ইসলাম ধর্মের উন্নতির জন্য আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কলমের খিদমত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। তাঁর এই কলমের খিদমত (অর্থাৎ কিতাব) আহলে সুন্নাতের জন্য অনেক বড় সম্পদ। যার একটি ছোট ঝলক ফতোওয়ায়ে রযবীয়াকে দেখে নিন। যার ফয়েয সারা পৃথিবীতে এখনো অব্যাহত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর অনেক ব্যস্ততা, অসুস্থতা এবং কিতাব সমূহ না থাকা সত্ত্বেও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় শুধুমাত্র দুই দিনের মধ্যে এক অসাধরণ কিতাব লিখেন। এই মহান রচনার দ্বারা যেভাবে আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর জ্ঞান প্রসস্থতা প্রমাণীত হলো। তেমনি ভাবে তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা প্রকাশীত হলো। নিঃসন্দেহে এই ধরণের মহান ইলমী কাজ তাও আবার অল্প সময়ে ঐ সময় করা যায়, যখন ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং সেটার আখাংকা, ভালবাসা শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে। স্মরণ রাখবেন! ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ উদ্দীপনা ঐ সময় সৃষ্টি হয়, যখন আমরা আলীমদের মর্যাদাকে বুঝবো। তাদের সংস্পর্শে বসবো, ইলমে দ্বীন শিখা ও শিক্ষা গ্রহণকারীদের উত্তম দিক জানবো। কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আমাদের অধিকাংশই ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে অনর্থক কাজের মধ্যে নিজের সময় নষ্ট করছে। ইলমে দ্বীন শিখে অন্যকে শিখানো তো দূরের কথা, আমাদের তো ঐ সব জরুরী মাসয়ালা শিখার সামর্থ হয় না, যা শিখা আমাদের জন্য ফরয।

ফরয ইলম কি?

হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: "طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ۔ অর্থাৎ- জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয।"

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাব ফদলুল উলামা ওয়াল হছ, ১/১৪৬, হাদীস- ২২৪)

www.dawateislami.net

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এই হাদীসে পাকের প্রসঙ্গে আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যা কিছু বলেছেন, তা সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত ভাবে সারাংশ বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। সর্বপ্রথম গুরুত্বপূর্ণ ফরয হলো: মৌলিক আকীদার জ্ঞান অর্জন করা, যার দ্বারা সঠিক সুন্নি আকীদার মানুষ সৃষ্টি হয় এবং যা অস্বীকার ও বিরোধীতা করার কারণে কাফির ও গোমরাহ হয়ে যায়। এর পরে নামাযের মাসয়ালা অর্থাৎ এর ফরয ও শর্ত সমূহ ও নামায ভঙ্গের কারণ সমূহ শিখবে যাতে নামায সঠিক ভাবে আদায় করতে পারে। তারপর যখন রমযান শরীফের আগমন হবে তখন রোযার মাসয়ালা, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক অর্থাৎ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য ভাবে বর্ধিত সম্পদের মালিক হওয়া। তখন যাকাতের মাসয়ালা যদি সামর্থ্য থাকে, তখন হজ্বের মাসয়ালা, বিয়ে করতে চাইলে তখন তার জরুরী মাসয়ালা, ব্যবসায়ী হলে ক্রয়-বিক্রয়ের মাসয়ালা, শস্য ক্ষেতের উপর ক্ষেত খামারের মাসয়ালা, চাকর হতে বা চাকর রাখার উপর চুক্তির মাসয়ালা। এর উপর কিয়াস করে প্রত্যেক জ্ঞানবান মুসলমান, বালিগ নারী-পুরুসের উপর তার অবস্থানুসারে মাসয়ালা শিকা ফরয। এছাড়া বাতেনী মাসয়ালা অর্থাৎ বাতেনী ফরয, উদাহরণ স্বরূপ- বিনয়, নম্রতা, ইখলাস এবং তাওয়াক্কুল ইত্যাদি এবং সেগুলো অর্জনের পদ্ধতি জানা এবং অপ্রকাশ্য গুনাহ উদাহরণ স্বরূপ- অহংকার, রিয়াকারী, হিংসা ইত্যাদি এবং সেগুলোর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শিখা প্রত্যেক মুসলমানের উপর গুরুত্বপূর্ণ ফরয। (কুফরিয়া কালিমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

ফরয ইলম অর্জন করুন!

আফসোস! শত আফসোস! আজ অধিকাংশ মুসলমান ফরয ইলম শিখার ব্যাপারে উদাসীন। স্মরণ রাখবেন! এখনো সময় রয়েছে, ফরয ইলম শিখে নিন। অন্যথায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে ইলমে দ্বীন অর্জন করার এই অমূল্য সুযোগ হাত থেকে চলে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বর্তমান যুগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** আমাদের জন্য ইলমে দ্বীন অর্জন করা অনেক সহজ করে দিয়েছে।

www.dawateislami.net

মাদানী মুন্নাদের সর্বোত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য মাদ্‌রাসাতুল মদীনা, দারুল মদীনা এবং দরসে নিজামী (আলীম কোর্স) করতে ইচ্ছুক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের জন্য জামেয়াতুল মদীনা রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১০০% ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ "মাদানী চ্যানেল" এক ইলেক্ট্রনিক মুবাল্লিগের মতো ঘরে ঘরে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাচ্ছে, ফয়যানে ইলমে দ্বীনের মুক্তা ছাড়াচ্ছে। মুসলিম উম্মার সঠিক দ্বীনি জ্ঞান এবং শরয়ী পথ প্রসার করার জন্য কখনো আমীরে আহলে সুন্নাতের মাদানী মুযাকারা, কখনো দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সম্পৃক্ত অনুষ্ঠান ইলমে দ্বীন অর্জন করার সর্বোত্তম মাধ্যম। এ ছাড়া বিভিন্ন বিভাগের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ইসলামী ভাইদের মাদানী তরবিয়ত এবং এর মধ্যে অধিক যোগ্যতা তৈরী করার জন্য বিভিন্ন কোর্সও করা হয়। এর মধ্যে ১২ দিনের মাদানী কোর্স, ৪১ দিনের মাদানী ইন্‌আমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্স এবং ৬৩ দিনের মাদানী তরবিয়্যতী কোর্স তো অনেক গুরুত্ত্বের দাবিদার। ফরয ইলম শিখানোর জন্য অনেক সময় ৬৩ দিনের ফয়যানে "ফরয উলুম কোর্স" এরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেখানে দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতীগণ ও অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম (মাদানী ইসলামী ভাইদের) জাদওয়াল অনুসারে ইসলামী ভাইগণ অত্যন্ত সহজ পদ্ধতিতে ফরয উলুম সম্পৃক্ত মাদানী ফুল প্রদান করেন। যেভাবে এখন প্রত্যেক মোবাইল ফোনের মধ্যে মেমোরি কার্ড লাগানোর সুবিধা থাকে এজন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা ইলমে দ্বীন অর্জন প্রত্যাশিদের সহজতার জন্য ঐ ফরয ইলম কোর্সের ভিডিও সমূহ মেমোরি কার্ডের মধ্যে চালু করে দিয়েছে। যাতে অধিক থেকে অধিকতর মুসলমান উপকৃত হতে পারে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ঐসব কোর্স সমূহে ইলমে দ্বীন অর্জনের উৎসাহ উদ্দীপনা জাগরিত করা হয়। সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ ফরয ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। ইলমে দ্বীন অর্জন করতে এবং আমলে উৎসাহ পেতে এক সর্বোত্তম মাধ্যম প্রত্যেক মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিন মাদানী মাফেলার মধ্যে সফর করা। **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করা অনেক বড় সৌভাগ্যের কথা।

www.dawateislami.net

কেননা, মাদানী কাফেলার বরকতে না শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াত সহকারে আদায় করার সৌভাগ্য হয় বরং **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত শিখতে ও ইলমে দ্বীন অর্জন করার সুযোগ হয়। এজন্য আমাদেরও উচিত, আমরাও ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য এর মাধ্যমে উপকার গ্রহণ করি এবং নিজের আখিরাতকে সর্বোত্তম বানায় এবং অসংখ্য বরকত পায়। আসুন! উৎসাহের জন্য মাদানী কাফেলার এক বাহার শুনি:

মদ্যপায়ীর তাওবা

যেমনিভাবে- মহারাষ্ট (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা; **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি গুনাহের রোগের মধ্যে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছি। সারা দিন পরিশ্রম করার পর যে টাকা পেতাম রাতে তা দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র পানাহ! মদ কিনে খুব আনন্দ করতাম, চিৎকার চেচামেছি করতাম, গালি দিতাম এবং মা-বাবা, মহল্লাবাসীকে খুব কষ্ট দিতাম। এছাড়া আমি নিম্ন পর্যায়ের জুয়াড়ী ও খারাপ বে-নামাযীও ছিলাম। এই অলসতায় আমার জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। এক পর্যায়ে আমার ভাগ্যের তারকা চমকে উঠলো, এরূপ হলো যে, সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক যিম্মাদারের সাথে সাক্ষাত হলো। সে আমাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে মাদানী কাফেলার মধ্যে সুন্নাতে ভরা সফরের উৎসাহ দেয়। তার মিষ্টি ভাষা আমার ভিতর এমন রং লাগলো যে, আমি তাকে না করতে পারিনি এবং আমি সাথে সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। মাদানী কাফেলার মধ্যে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ পেলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকাতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা পড়ার সৌভাগ্য হলো। যার এই বরকত হয়, আমার মতো পাক্কা বে-নামাযী, মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী তাওবা করে না শুধু নামাযী হযে গেলো বরং সদায়ে মদীনা দাতা (অর্থাৎ ফজরের নামাযের জন্য জাগানো) এবং অন্যদেরও মাদানী কাফেলার মুসাফির বানায় এমন ব্যক্তি হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

শুধুমাত্র এক মাসে কোরআন শরীফ হিফজ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও প্রত্যেক মাসে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করার আমল বানানো উচিত। মাদানী কাফেলার মধ্যে সফরের বরকতে যেভাবে নেক আমলের প্রতি উৎসাহ পায়। তেমনি ভাবে ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হাতে এসে যায়, যদি আমাদের ইলমে দ্বীন শিখার উৎসাহ ও সত্যিকার ভালবাসা হয়, তবে সমস্ত ব্যস্ততা ও মুসীবত থাকা সত্ত্বেও আমরা সময় বের করতে সফলকামী হয়ে যাবে। জনাব সায়্যিদ আইয়ূব আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কোরআন হিফজের উৎসাহ উদ্দীপনার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: একবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন; কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ আমার নামের আগে হাফিজ লিখতেন অথচ এই উপাধির অধিকারী আমি নই। সায়্যিদ আইয়ূব আলী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রোযার মধ্যে কাজ শুরু করে দিলেন, যেটার সময় ইশার অযু করার পর জামায়াত কায়েম হওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। প্রতিদিন এক পারা করে মুখস্থ করে নিতেন, এমনকি ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারা মুখস্থ করে নিয়েছেন। এক মূহুর্তে বলেন; আমি কোরআন শরীফ নিয়ম অনুসারে চেষ্টার মাধ্যমে মুখস্থ করে নিয়েছি এবং এটা এজন্য যে, যাতে ঐ **আল্লাহ্**র বান্দাদের বলাটা ভুল প্রমাণীত না হয়। (যারা আমার নামের আগে হাফেজ লিখতেন)

ইলম ও ইরফা জু কে ছাগর থা, খাইর ছে হাফিজ কভী থর থা,
হক পে মবনী থা জিছ কা হার ফতোয়া, ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে এটা জানা গেলো, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর তাকওয়া ও **আল্লাহ্**ভীতির কারণে এই কথা কখনো সহনীয় ছিলো না যে, লোকেরা আমাকে এই গুণে ডাকবে যেটা আমার মধ্যে নেই।

www.dawateislami.net

তেমনিভাবে এটাও জানা গেলো যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে ইলমে দ্বীনের প্রতি উৎসাহ অর্থাৎ কোরআনে পাকের প্রতি অসম্ভব ভালবাসা ছিলো, তাই এক মাসের অল্প সময়ের মধ্যে পুরো কোরআন পাক মুখস্থ করে নিয়েছেন। অথচ আমাদের অবস্থা এটাই যে, আমরা কোরআন তিলাওয়াত করিনা, আর অনেকের তো এই সৌভাগ্য শুধুমাত্র রমযানুল মোবারকে নসীব হয়ে থাকে। সবেমাত্র রমযানুল মোবারকের মাস অতিবাহিত হয়েছে, যেটাতে আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায় করেছি। অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি কোরআনের তিলাওয়াতের আমলও ছিলো। যদি আমরা পুরো বছরই কোরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস বানিয়ে নিই, তিলাওয়াতের পাশাপাশি অনুবাদ ও তাফসীর খাযাইনুল ইরফান/ নূরুল ইরফান/ সীরাতুল জিনান পড়ে গভীর চিন্তা করি এবং আমলের জন্য চেষ্টাও করতে থাকি, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ পুরো বছরই এর বরকত থেকে ফয়েয প্রাপ্ত হবো। মন মস্তিস্কের প্রশান্তি পাওয়া যাবে, ঘর, দোকান এবং ব্যবসার মধ্যে বরকত অবতীর্ণ হবে, রহমতের দরজা খুলে যাবে, রোগ থেকে মুক্তি পাবে, বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে কবর ও আখিরাতের কার্যাবলী সহজ হয়ে যাবে এবং সবচেয়ে বড় এটাই যে, **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন হবে।

ইলমে হাদীসের মধ্যে দক্ষতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নিকট যেভাবে কোরআনে পাকের প্রতি খুব বেশি ভালবাসা ছিলো, তেমনিভাবে হাদীসে রাসূলের প্রতি খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন। অতঃপর একবার আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে প্রশ্ন করা হলো; তিনি হাদীস শরীফের কোন্ কোন্ কিতাব পড়েছেন? তখন ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বুখারী, মুসলীম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসায়ী, মিশকাত, জামে সগীর, জামে কবীর, মুসনাদে ইমামে আযম, মুসনাদে ইমাম শাফেয়ী, মুসনাদে ইমাম আহমদ, সুনানে দারমী হাদীস শরীফের কমপক্ষে ৩০টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেন এবং শেষে বললেন: পঞ্চাশেরও বেশি হাদীসের কিতাব আমি পড়েছি ও পড়িয়েছি এবং অধ্যয়ন করেছি।

(আজহারুল হক্কুল জলি, ৪০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের অবস্থা তো এটাই যে, আমরা হাদীসের কিতাব তো দূরের কথা স্বাভাবিক ৩০টি দ্বীনি কিতাবের নামও স্মরণ নেই, অথচ আমাদের ইমাম, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার এই অবস্থা ছিলো যে, শুধুমাত্র হাদীসের বিষয়ের মধ্যে পঞ্চাশের অধিক কিতাব তাঁর অধ্যয়ন ও পড়ানো এবং পড়া অবস্থায় সম্পৃক্ত ছিলো এবং এমন ছিলো না যে, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শুধুমাত্র অধ্যয়নের মধ্যেই ব্যস্ত ছিলেন বরং অন্যান্য ব্যস্ততা উদাহরণ স্বরূপ পুরো দুনিয়া থেকে আসা ফতোয়ার জওয়াব দেওয়া, চিঠির জওয়াব দেওয়া, মেহমান ও মুসাফিরদের সাথে সাক্ষাত করা, সঠিক পথ থেকে বক্র হওয়া লোকদের সংশোধন করা, লিখা ও সম্পাদন করা তাঁর জীবনের অংশ ছিলো। নিঃসন্দেহে এটা **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে কম বেশি পঞ্চাশের অধিক জ্ঞান ও বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিলো। ছয় হাজার আট শত সাতচল্লিশ (৬,৮৪৭) প্রশ্ন ও জওয়াব এবং দুইশত ছয়টি (২০৬) রিসালা সম্পৃক্ত ত্রিশ খন্ড (৩০) একুশ হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন (২১,৬৫৬) পৃষ্ঠা সম্বলিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, এটা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি উৎসাহ ও দ্বীনের খিদমতের বড় প্রমাণ। **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর সমস্ত দ্বীনের খিদমতকে কবুল করুক এবং তাঁর মাজারে রহমতের নূর ও সন্তুষ্টির কোটি বর্ষণ বর্ষিত করুক এবং আমাদেরকে তাঁর পথ অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ আল্লাহ্ তাবাহুরে ইলমী আব ভি বাকী হে খিদমতে কলমী,
আহলে সুন্নাত কা হে জু ছরমায়া ওয়াহ কিয়া বাত আ'লা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।

www.dawateislami.net

❋ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ছোটবেলা থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনের, এর অধ্যয়নের আগ্রহী ছিলেন, দ্বীনে কিতাবের প্রতি খুব বেশি ভালবাসা এবং দ্বীনি ও দুনিয়াবী জ্ঞান বিষয়ে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলেন।

❋ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উস্তাদের দৃষ্টিতে তিনি খুব প্রখর স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন।

❋ তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অধ্যয়নের উৎসাহ এবং স্মরণশক্তির এই অবস্থা ছিলো যে, এক চতুর্থাংশ কিতাব উস্তাদের কাছে পড়ার পর সমস্ত কিতাব নিজেই পড়তেন এবং মুখস্থ করে শুনিয়ে দিতেন।

❋ অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও আরবের আলীমগণের কথা অনুযায়ী শুধুমাত্র দুইদিনে ইলমে গায়েবের বিষয় সম্পৃক্ত আরবী ভাষায় এক মহান কিতাব রচনা করেন।

❋ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি কোরআন শরীফ নিয়ম অনুসারে চেষ্টার মাধ্যমে মুখস্থ করে নিয়েছি এবং এটা এজন্য যে (যারা আমার নামের আগে হাফেজ লিখতেন) ঐসব **আল্লাহ্**র বান্দাদের কথা যেন ভুল প্রমাণীত না হয়।

❋ তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কম বেশি পঞ্চাশের অধিক জ্ঞান বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষের অধিকারী ছিলেন। ছয় হাজার আটশত সাতচল্লিশ প্রশ্নের জাওয়াব এবং দুইশত ছয়টি রিসালা সম্পৃক্ত ত্রিশ খন্ডের একুশ হাজার ছয়শত ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা সম্বলিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা ও দ্বীনের খিদমতে বড় প্রমান।

আল্লাহ্ তাআলা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও ইলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং দ্বীনি কিতাবের প্রতি ভালবাসা দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

ইমামা (পাগড়ী) শরীফের সুন্নাত ও আদব:

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে ইমামা (পাগড়ী) পরিধানের কিছু সুন্নাত ও আদব শুনি: (১) ✱ "পাগড়ী সহকারে নামায আদায় করা দশ হাজার নেকীর সমপরিমাণ।" (প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৮০৫। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা) ✱ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) চেয়ে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ✱ কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস লিস শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা, সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। ✱ পক্ষান্তরে ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটি বাঁধা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যখন নতুন ভাবে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন এক পার্শ্ব মাটিতে ফেলবেন না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) ✱ যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করলো। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

www.dawateislami.net

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net